দৈনিক সংবাদ

তারিখ 05 SEP 1988
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

005

'স্থগিত' ঘোষণা কতদিনের জন্য?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষায় গফরগাঁও কেন্দ্র থেকে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল আজ পর্যন্ত তারা তাদের ফল জানতে পারেনি। কর্তৃপক্ষ ঐ কেন্দ্রের সকল ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষার ফল স্থগিত ঘোষণা করেছেন, যার অর্থ হচ্ছে এরা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পাইকারী শাস্তি পেয়েছে।

যতটুকু জানা গেছে তাতে মনে হয় পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগেই এদের ফল স্থগিত রাখা হয়েছে। পরীক্ষায় নকলের প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে অসদুপায় অবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে দ্বিমতের অবকাশ নেই, কিন্তু এরূপ পাইকারী শাস্তি কতদূর ন্যায়সঙ্গত?

নকল করা কিংবা অন্য কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে কর্তৃপক্ষ কোন কেন্দ্রের ফল স্থগিত রাখতেই পারেন; কিন্তু তা কতদিনের জন্য—তার তো একটা সীমা থাকবে। দু'মাসের মধ্যেও স্থগিত ফল সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে না পারাটা কর্তৃপক্ষের কতটুকু দক্ষতার পরিচয় তুলে ধরে? এ ব্যাপারে তাদের কি কোন দায়-দায়িত্ব নেই?

নকল এখন গণ-টোকাটুকির পর্যায়েই চলে গেছে; কিন্তু অবস্থা যত খারাপই হোক একটি কেন্দ্রের সকল পরীক্ষার্থীই নকল করে না। পাঁচশ' ছাত্রছাত্রীর মধ্যে পাঁচজন হলেও ভাল থাকে; কিন্তু কর্তৃপক্ষের পাইকারী শাস্তিদানের নীতির কারণে দণ্ডভোগ করতে হচ্ছে নির্দোষ-নিরপরাধ পরীক্ষার্থীদেরকেও।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত স্থগিত ফল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত না দিয়ে সকল ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎই অনিশ্চিত করে রেখেছেন। এক বছর ফেল করলে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীরা পরের বছর পরীক্ষা দিতে পারে; কিন্তু যেখানে আগামী বছরের ডিগ্রী পরীক্ষার শুধু তারিখই নির্ধারিত হয়নি, সেজন্য ফরমও পূরণ হয়ে গেছে, সেখানে এরা (যাদের ফল স্থগিত) কি করবে? কে পাস করলো, কে ফেল করলো, কে এক বছর, কে দু'বছরের জন্য পরীক্ষাদানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলো তা জানিয়ে দেয়া হলে সংশ্লিষ্ট সকলে সেভাবে নিজ নিজ ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে পারতো। সে সুযোগটুকু থেকেও এদের বঞ্চিত করা হচ্ছে কেন?

অন্যদের সাথে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-পরীক্ষক-প্রশাসকরা ছাত্র-ছাত্রীদের গোল্লায় যাওয়া, নকল করা ইত্যাদি নিয়ে মৌখিক উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন। এই উৎকণ্ঠা সদিচ্ছার সাথে তিন মাসের ফল পাঁচ-ছ'মাসে প্রকাশ করা, এবং সাত-আট মাস ধরে কারো কারোরটা আটকে রাখা সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তার উত্তর দেবার ভার তাদের ওপরই ছেড়ে দেয়া হলো।

ইতিমধ্যে ডিগ্রী পরীক্ষার তারিখ যেহেতু দু'মাস পিছিয়ে দেয়া হয়েছে কাজেই এখনো যদি স্থগিত ঘোষিত ফল প্রকাশ করা যায় তাহলে যারা ফেল করবে কিংবা আগামী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে তারা পরীক্ষা দিতে পারবে। সেক্ষেত্রে তাদের বে ফরম পূরণের জন্য বর্ধিত সময় দিলেই চলবে। কর্তৃপক্ষ এটা বিবেচনা করে দেখবেন কি?